অর্থনীতি: অগ্রহার ব্যবস্থার প্রসার: গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল অগ্রহার ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই ব্যবস্থায় ধর্মস্থান বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে নিষ্কর ভূমি অর্থাৎ, ভূসম্পদ দান করা হত। এই ভূমিদান ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভূমিদানপত্র দ্বারা ধর্মস্থান বা ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে হস্তান্তরিত করা হত। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি এই ভূমিদানপত্রগুলি জারি করতেন। আদি মধ্যযুগে অগ্রহার ব্যবস্থার প্রসারের ফলে সামাজিক শ্রেণিকাঠামো ও ভূমিব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। অগ্রহার ব্যবস্থার ভূমি ও গ্রাম দানের ফলে এক ভূমধ্যধিকারী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এরা ছিল রাজা ও কৃষকদের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়। এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভবের ফলে রায়তের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং অতিরিক্ত কর চাপানো হয়। এইভাবে অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি ভূমধ্যধিকারী শ্রেণি ও একটি শোষিত কৃষকশ্রেণির আবির্ভাব ঘটে যাকে 'সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রদূত' বলে মনে করা হয়। এই সামন্ত ব্যবস্থার আগে কৃষক বা রায়তদের বোঝাতে 'গহপতি', 'কুটুম্বী' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু গুপ্তোত্তর যুগে কৃষকের প্রতিশব্দ হিসেবে 'বন্ধহল' ব্যবহার করা হয়েছে। এই কৃষকরা বেগার শ্রমদানে বাধ্য ছিল। নারদ পুরাণে কলিযুগে কৃষককে 'বন্ধহল' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষকরা 'বন্ধহল' বা 'আশ্রিত হালিক' পর্যায়ে নেমে আসে। সার্বিক বিচারে এর ফলে কৃষকের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে ওঠে। তবে অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে অনাবাদি জমি আবাদি জমিতে পরিণত হয়ে কৃষির বিস্তারের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে। অগ্রহার ব্যবস্থার প্রসারের ফলে কৃষি-অর্থনীতির ব্যাপক প্রসার

ঘটে এবং এই সূত্রে পরবর্তীকালে কৃষিপণ্যের জন্য বাণিজ্য ও নগরায়ণের পথ প্রশস্ত হয়। কৃষি-অর্থনীতির প্রসার বহু আঞ্চলিক শক্তির উত্থানের পথকে প্রশস্ত করে।

❁ **বাণিজ্য ও শিল্প:** প্রাচীন যুগের তুলনায় আদি মধ্যযুগে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। এই সময় প্রাচীন যুগের বৃহৎ নগরগুলির অবক্ষয় দেখা দেয়। কিন্তু আদি মধ্যযুগের গ্রন্থ ও লেখমালাগুলিতে 'মণ্ডপিকা'র নিয়মিত উল্লেখ আছে। উত্তর ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেই এগুলির ব্যবহার হত। অনুমান করা হয়, আদি মধ্যযুগের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেই 'মণ্ডপিকা'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এগুলি সমৃদ্ধ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ইঙ্গিত দেয়। অধ্যাপক **রণবীর চক্রবর্তী** মনে করেন, আদি মধ্যযুগে বাণিজ্যে সজীবতা ছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতের বেশ কিছু নগর তাদের সমৃদ্ধি হারালেও খ্রিস্টীয় ১০০০ অব্দের আগেই উত্তর ও মধ্য ভারতে পূর্ণাঙ্গ নগরের বিকাশ ঘটেছিল বলে **ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়** তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করেছিলেন। তিনি একে 'তৃতীয় নগরায়ণ' বলে উল্লেখ করেছেন। আর **চম্পকলক্ষ্মী** দক্ষিণ ভারতে চোল সাম্রাজ্যের নগরায়ণের কথা বলেছেন। আদি মধ্যযুগে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের উপকূলবর্তী বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করে বৈদেশিক বাণিজ্য চলত। পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতীয় বণিকরা বাণিজ্য করত। আদি মধ্যযুগে শিল্পের কোনো উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি। তবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের পণ্য উৎপন্ন হত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বস্ত্রবয়ন শিল্প, রেশম শিল্প, তেল ও চিনি শিল্প। এ ছাড়া লৌহ, তাম্র, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতু শিল্পেরও উন্নতি ঘটেছিল।